বন্ধ আদমজী

কোটিপতি সিবিএ নেতাদের বিচার হবে না কেন

৮ অক্টোবর ১৯৯৯ আদমজী জুট মিলের দুর্নীতি নিয়ে করা সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ

বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ক্রমাগত লোকসানের কারণে সরকার আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দিয়েছে। ৩০ জুন রাত দশটায় সাইরেন বাজানোর মধ্য দিয়ে অর্ধ শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী জুট মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। সারা বিশ্বে চটের ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে '৪৭ সালের পরই গড়ে ওঠে আদমজী জুট মিল। সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠা পাট কলটি '৭১-এর পূর্বে লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিলো। স্বাধীনতাত্তোর ত্রিশ বছর ধরে প্রতিটি সরকার আদমজীকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করেছে। সরকারি দলের সমাবেশে আদমজীর শ্রমিকেরা ভাড়াটে হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রমিকদের এনে সমাবেশকে বড় দেখানো হয়েছে। মাথা মোটা অদক্ষ একটি প্রশাসন আদমজীর উন্নয়নে নেয়নি কোনো পরিকল্পনা। বরং তারা গড়েছে টাকার পাহাড়। কোটিপতি হয়েছে আদমজীর সিবিএ নেতারা। আজ আদমজী বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ কোনো বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না লুটপাটকারী অদক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের। সিবিএ নেতাদের। আদমজী বন্ধ হওয়ায় বলির পশু হয়েছে সাধারণ শ্রমিকরা যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে মিলের চাকাকে সচল রেখেছে। আগামীতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের সাধারণ কৃষক পাটের উৎপাদন মূল্য না পেয়ে।

বাপা'র সমাবেশ : গণপরিবেশ আদালত গঠনের ঘোষণা

১জুলাই, ২০০২ সোমবার বিকেল ৪টায় ঢাকার সন্নিকটে আশুলিয়ার ধউর এলাকায় আশুলিয়া জলাশয়ের সামনে আশুলিয়া জলাশয় অবৈধ দখলের প্রতিবাদে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের(বাপা) উদ্যোগে বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং সচেতন নাগরিকবৃন্দের উপস্থিতিতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে বক্তারা ঢাকার পরিবেশ রক্ষার্থে আশুলিয়া জলাশয় দখলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই সমাবেশে পরিবেশ বান্ধব আশুলিয়া জলাশয়কে দখলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারের প্রতি দাবিও জানানো হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের উদ্যোগে 'আশুলিয়া দখল বন্ধ কর', 'দখলমুক্ত আশুলিয়া চাই', 'পরিবেশ বান্ধব আশুলিয়া চাই', 'ঢাকার কক্সবাজার আশুলিয়া ফেরত চাই', 'আশুলিয়া দখলের সকল প্রচেষ্টা রুখতে হবে' ইত্যাদি ব্যানার ও ফেস্টুনে সজ্জিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাপা'র সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, নাট্যাভিনেতা ও নাট্য সংগঠক মামুনুর রশীদ, বিশিষ্ট কথাশিল্পী ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহাজাহান, অভিনেত্রী শিরীন বকুল, বাপা'র সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের খান, রবিউল আলম মজুমদার, জাকির হোসেন, মহিদুল হক খান, গোলাম কিবরিয়া, মিহির বিশ্বাস প্রমুখ।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বাপা'র সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের খান বলেন, পবিত্র কোরআনে যেখানে বেহেশতের বর্ণনা আছে, সেখানে সরোবরের কথা বলা আছে। শহরগুলোতে আমরা সরোবরগুলো ধ্বংস করে ফেলেছি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে এই জলাশয়গুলোকে বাঁচাতে হবে। জলাশয়গুলো ঘিরে গড়ে ওঠা অবৈধ দখলদার ভূমিদস্যুদের প্রতিহত করতে হবে আগামী প্রজন্মের বৃহত্তর মঙ্গলের কথা ভেবেই।

নাট্য সংগঠক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ বলেন, পানির আরেক নাম জীবন। সেই জীবনকে লুট করা হচ্ছে কিছু মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার নামে। সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জনগণের কথা ভাববেন। অবিলম্বে এই দখলের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন। তিনি সব দায়িত্বশীল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এই বিপন্ন ঢাকা মহানগরীকে দখলের হাত থেকে বাঁচাতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আপনাদের কাউকেই ক্ষমা করবে না।

অধ্যাপক সায়ীদ বলেন, অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটি দখল হয়ে যাচ্ছে। কিছু গোষ্ঠীর স্বার্থপরতার জন্য এক কোটি মানুষের চিত্তবিনোদন, মুক্তির সুযোগ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। সরকার এবং তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর চোখের সামনে সবকিছু দখল হয়ে যাচ্ছে। এসব দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিকার রক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর।

ঢাকা মহানগরীর বিশিষ্ট নাগরিক ও পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ এ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে ছিলো আইডো গোপীবাগ, লালবাগ যুব সংঘ, অ্যাপিয়ার্ড, উর্দু রোড সমাজকল্যাণ সমিতি, সিড, নাগরিক উদ্যোগ, সেবা (ঢাবি), উন্নয়ন সমন্বয়, ডেমোক্রেসি ওয়াচ, পোলট্রি কাউন্সিল, হাঙ্গার প্রজেক্ট ইত্যাদি। সমাবেশ শেষে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। আগামীতে গণপরিবেশ আন্দোলন গঠন করে দায়ী রাজউকের কর্মকর্তাদের বিচার করার ঘোষণা দেয়া হয়।

শিশুদের জন্য নির্বাচন

লিখেছেন টাঙ্গাইল থেকে ফিরে **জয়ন্ত আচার্য**

'তোমরা আমাকে মোরগ মার্কায় একটি ভোট দিও। আমি তোমাদের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করবো। বড়দের সহযোগিতা নিয়ে এলাকায় বাল্যবিবাহ বন্ধের চেষ্টা করবো। সকল শিশুকে স্কুলে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করবো। আমি যদি নির্বাচনে পরাজিত হই, তবু তোমাদের ছেড়ে যাবো না। জয়ী প্রার্থীর সঙ্গে এক হয়ে শিশু অধিকার রক্ষায় কাজ করবো।'— এ কথাগুলো একই মঞ্চে নির্বাচনী প্রচারের সময় বললো ক্ষুদে প্রার্থী লাবনী সিদ্দিকী। সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় ৮টি এনজিও'র সহযোগিতায় মডেল প্রোগ্রাম হিসেবে টাঙ্গাইলে ২৩ জুন জেলা শিশু পরিষদ নির্বাচনের আয়োজন করে। ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলার শিশু পরিষদ গঠনের ধারাবাহিকতায় জেলা শিশু পরিষদ গঠিত হয়। বিভিন্ন পরিষদে নির্বাচিত সদস্যরা ভোট দিয়ে জেলা শিশু পরিষদ গঠন করে।

সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতায় ৮টি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিশু অধিকারের লক্ষ্যে '৯৫ সাল থেকে কাজ শুরু করে। '৯৬ ও '৯৭ সালে নির্বাচনের পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে উৎসাহ উদ্দীপনায় ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন শিশু পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী চল্লিশ হাজার শিশু, কিশোর ভোট দিয়ে তাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নির্বাচিত করে। জুন মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা শিশু পরিষদ। ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে ২৩ জুন ১৩ সদস্য বিশিষ্ট জেলা পরিষদ গঠিত হয়। নির্বাচিত হয় একজন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ১১ জন সদস্য। তারা জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শিশু অধিকারে রাখবে অগ্রণী ভূমিকা।

জেলা শিশু পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৩ জুন সকাল থেকে টাঙ্গাইল ক্লাব শিশু কিশোরদের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠেছিলো। শিশুদের উৎসাহ দিতে সঙ্গে এসেছিলেন অভিভাবকেরা। রঙিন বেলুন, কাগজ নিয়ে বর্ণাঢ্যভাবে সেজেছিলো ক্লাবটি। সকালে বিশিষ্টজনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নির্বাচনী অনুষ্ঠান। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নূর-উন নবী তার বক্তব্যে বলেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করবে। এ কারণেই আজকের শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

শিশুদের জন্য নির্বাচন গণতন্ত্রের বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। সেভ দ্য চিলড্রেনের অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি মিস্টার জন বলেন, বিগত কয়েকদিন এলাকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে আমি প্রকল্পের কার্যক্রম দেখে ভীষণ খুশি হয়েছি। শিশুরা আজ তাদের সমস্যার কথা নিজেরাই তুলে ধরতে পারছে। শিশুদের এ নির্বাচন সত্যিই প্রশংসিত। আমি ব্যতিক্রমধর্মী নির্বাচনের কথা বিভিন্ন দেশে বলবো।

আলোচনা শেষে জেলা ও উপজেলা কমিটি তাদের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করে। এরপর

জেলা শিশু পরিষদ নির্বাচনে ক্ষুদে ভোটদাতা

শুরু হয় নির্বাচনী প্রচার। একই মঞ্চে বক্তব্য রাখেন সব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা। তারা ক্ষুদে ভোটারদের কাছে নির্বাচনী ওয়াদা তুলে ধরে ভোট চায়। তারা শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ বন্ধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। সত্যিই এদেশের গণতন্ত্রের কাঠামোতে এ দৃশ্য বিরল। দুপুরের খাবারের পর শুরু হয় উন্মুক্ত ভোট পর্ব। শিশু-কিশোর ভোটারদের সুশৃঙ্খল লাইন। একে একে গিয়ে ভোট দিয়ে আসছে। চারটা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ পর্ব। ভোট গ্রহণের মাঝে শিশু পরিষদের ক্ষুদে রিপোর্টারদের দেখা যায় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে। ভোট গ্রহণ পর্বের দায়িত্বে ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আহমেদুল হক।

কেন শিশু কিশোরদের জন্য ভোটের আয়োজন করা হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে সেভ দ্য চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়ার কান্ট্রি ডিরেক্টর সুলতান মাহমুদ ২০০০কে বলেন, আমরা শিশুদের মধ্যে ভোটের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের চেষ্টা করছি। এর মধ্যে শিশুদের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা, সহমর্মিতার বিকাশ ঘটবে। সর্বোপরি দেশের চলমান গণতান্ত্রিক ধারা বিকশিত হবে। কারণ আজকের শিশু কিশোররাই আগামী দিনের জাতীয় নির্বাচনগুলোর ভোটার ও প্রার্থী হবে। মিস্টার জন এ প্রক্রিয়ার সফলতায় প্রশংসা করে বলেন, শিশুদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতাবোধ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। অনেক দেশের শিশুরাই তাদের অধিকার নিয়ে এমন সচেতন নয়। তিনি বলেন, এই মডেল প্রোগ্রামটিকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিতে হবে। আগামীতে অস্ট্রেলিয়া এ অর্থ সরবরাহ বন্ধ করে দিলে কিভাবে ভোটের এ সুন্দর আয়োজন চলবে তা নিয়েও ভাবতে হবে। স্থানীয় অধিবাসী শওকত আলী বলেন, জাতীয় রাজনীতিতে আজ চলছে কাদা ছোড়াছুড়ি। নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন। শিশুরা আজ যেভাবে নির্বাচনী প্রচার করলো, উন্মুক্ত পরিবেশে নিজেদের ভোট দিলো, এ থেকে জাতীয় নেতাদের শিখতে হবে। দুঃখের বিষয় আমাদের রাজনৈতিক নেতারা অতীত থেকে শিক্ষা নেয় না। ভালো কিছু থেকেও শেখে না।

সন্ধ্যায় ভোট গণনার পর ঘোষণা করা হয় নির্বাচনী ফলাফল। এ দৃশ্য আরো আবেগময়। পরাজিত ও জয়ী প্রার্থীরা একে অপরকে অভিনন্দন জানায়, আলিঙ্গন করে। তাদের মুখে সূক্ষ্ম ও স্থূল কারচুপির নেই অভিযোগ।

৩০৯ যে ধারার কোনো প্রয়োগ নেই

মামুন রহমান, যশোর থেকে

ধর্মীয় দৃষ্টিতে আত্মহত্যা মহাপাপ। আর বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে তা দন্ডনীয় অপরাধ। ফৌজদারী দন্ড বিধির ৩০৯ ধারায় বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে কেউ ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে এবং তাকে যারা আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ৩০৯ ধারায় মামলা করা যাবে। আর এ মামলায় যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে তাদের সর্বনিম্ন ৩ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ ধারাটির কোনো প্রয়োগই হয় না। দেশ স্বাধীনের পর গত ৩২ বছরে এ ধারায় কেউ দন্ডিত হয়েছে তেমন নজির নেই।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই সাধারণত মানুষ আত্মহত্যা করে। সাধারণত পারিবারিক কলহ, নানাবিধ কারণে সৃষ্ট হতাশা, প্রেমে ব্যর্থতা ও কৃত অপকর্মের হাত থেকে দায়মুক্তি পেতেই অধিকাংশ আত্মহত্যার ঘটনাগুলো ঘটে। এ ক্ষেত্রে সিংহভাগই কীটনাশক পান ও মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের বড়ি সেবন, গলায় ফাঁস অথবা যানবাহনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। এ ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তাদের বিষয়ে থানায় শুধু একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়। কিন্তু যারা বেঁচে যায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। ব্যবস্থা নেয়া হয় না যারা আত্মহত্যার পথে প্ররোচিত করে তাদের বিরুদ্ধে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে ৩০৯ ধারায় মামলা করার বিধান রয়েছে।

২০০০-এর অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে ঝিনাইদহ জেলায়। দিনে গড়ে প্রায় ৩ জন আত্মহত্যা করে এখানে। পুলিশের একটি সূত্রমতে, ১৯৭২ সাল থেকে '৯৭ সাল পর্যন্ত এ জেলায় প্রায় ১৭ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে। যার মধ্যে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষই ছিল। এ সমস্ত ঘটনায় থানায় শুধু একটি করে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হয়। কিন্তু কেন তারা আত্মহত্যা করলো বা কেন এ জেলায় আত্মহত্যার প্রবণতা এতো বেশি তা কখনো খতিয়ে দেখা হয়নি।

আবার আত্মহত্যা করতে গিয়ে যারা ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদেরকে যারা আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও কোনো মামলা হয়নি। অর্থাৎ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকলেও তার প্রয়োগ করা হয়নি। এমনকি এখনো করা হচ্ছে না। পুলিশ ৫৪ ধারাসহ বেশ কয়েকটি ধারার ব্যাপক অপব্যবহার করলেও ৩০৯ ধারার ন্যূনতম সদ্ব্যবহার করছে না। অধিকাংশের ধারণা, আর এ কারণেই দেশে আত্মহত্যার প্রবণতা কমছে না। এ বিষয়ে এ প্রতিনিধির কথা হয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে। তারা বলেন, একটি হত্যাকান্ডের সঠিক তথ্য অর্থাৎ যারা হত্যাকান্ডটি ঘটিয়েছে তা উদ্‌ঘাটিত নাও হতে পারে। কিন্তু কেন একটি লোক আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বা হত্যা করতে যায় তা উদ্‌ঘাটন করা খুব সহজ। হত্যাকান্ড অত্যন্ত গোপন পরিকল্পনা ও কৌশলে ঘটানো হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণত একটি লোক কোন পরিস্থিতিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তা গোপন থাকে না। এ ছাড়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে যারা বেঁচে যান বা ব্যর্থ হন তাদের কাছে থেকেও উদ্ধার করা যায় নেপথ্য কাহিনী। যে কারণে এ ধারার মামলার বিচার কার্যক্রমও দ্রুত সমাধান সম্ভব হতো। বিচারে আসামিরা দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের জেল হতো ৩ থেকে ৭ বছর। কিন্তু আদৌ এ ধারার কোনো প্রয়োগ না থাকায় আইনটি এখন কাগুজে আইনে পরিণত হয়েছে। যে কারণে দেশে আত্মহত্যার প্রবণতা কমছে না। সচেতন মহলের বিশ্বাস, ৩০৯ ধারার যথাযথ প্রয়োগ হলে দেশে আত্মহত্যার পরিমাণ কমে যাবে। জেল-জরিমানার ভয়ে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়ার প্রবণতাও কমবে। তবে এ প্রসঙ্গে ভিন্ন কথা বলেন যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির বর্তমান সম্পাদক অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন ও সাবেক সম্পাদক মাহবুব আলম বাচ্চু। তিনি বলেন, ৩০৯ ধারার প্রয়োগ না হবারই কথা, কেননা বিশ্বব্যাপী এখন আন্দোলন হচ্ছে আত্মহত্যার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। যা থাকা উচিত। যখন আত্মহত্যার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে তখন ঐ ধারাটি অচল হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

অন্যদিকে আফজাল হোসেন বলেন, আত্মহত্যা করতে গিয়ে যারা মারা যায় তারা তো এমনিতেই গোটা পরিবারকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে যায়। কিন্তু যারা বেঁচে যায় তারা সামাজিক ও পারিবারিকভাবে প্রতিনিয়ত নিগৃহীত হতে থাকে। এর চেয়ে বড় শাস্তি কি আছে? তাছাড়া দেশের শতকরা ৯০ ভাগ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটায় মেয়েরা। এদের অধিকাংশই আবার সংসারী। এছাড়া টিনএজ মেয়েরাও মাঝে মাঝে এ পথে পা বাড়ায়। যারা বেঁচে যায় তাদের পরিবার মানসম্মান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিষয়টি চেপে যায়। যে কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না।

আর্সেনিক বিশেষজ্ঞ ডা. শিবতোষ রায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

২ জুলাই ডা. শিবতোষ রায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের আর্সেনিক বিশেষজ্ঞ ডা. শিবতোষ রায় গত বছর ২ জুলাই রংপুরের তারাগঞ্জে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল পরিচালিত এক যৌথ আর্সেনিক গবেষণার কাজে ডা. শিবতোষ দিনাজপুর থেকে রংপুর যাচ্ছিলেন। তারাগঞ্জের বামনদীঘি নামক স্থানে তাদের মাইক্রোবাসটিকে একটি ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই ডা. শিবতোষ ও অন্য একজন গবেষক ড. মুশতাক আহমেদ নিহত হন। ডা. শিবতোষ রায় দেশ-বিদেশে আর্সেনিক বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে যোগদান ছাড়াও সারা দেশে প্রায় ৫ হাজার গ্রামে আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের কাছে গিয়েছিলেন।

প্রতিক্রিয়া

পুলিশ, মৃত্যু এবং...

নাটকটা আমি দেখিনি। আমেরিকার বন্ধু মুকুলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিলো পুলিশ কর্তৃক জামাল হত্যা নিয়ে। সে আমাকে জানালো হুমায়ূন আহমেদের কোনো এক নাটকে জনৈক ব্যক্তি একজন পুলিশকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা তোমরা যে মানুষদেরকে এতো নির্দয়ভাবে মারো, হত্যা কর তোমাদের মায়া লাগে না? তোমরাও তো মানুষ। পুলিশটা জবাব দিয়েছিল যখন খাকি পোশাক পরে থাকি তখন আমরা মানুষ থাকি না। ঘরে ফিরে যখন লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরি তখন মাঝে মাঝে মায়া লাগে।

পুলিশ! আমাদের সমাজে এক মর্মান্তিক উপহাস। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া। ওদের কার্যকলাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের ভাষা অভিধানে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ঘৃণা প্রকাশ করেও কি হবে? দোষ পুলিশের না যতোটা তার চেয়ে বেশি আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের। মোর্তোজা লিখেছে, 'গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে পুলিশ ইচ্ছা করলেই জামালদেরকে ধরতে পারে, নির্যাতন করতে পারে এমনকি হত্যাও করতে পারে।' গোলাম মোর্তোজার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না গণতন্ত্রের প্রশ্নে। খাতা-কলমে হয়তো বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক। কিন্তু গণতন্ত্রের চর্চা কোথাও নেই। এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরেও এর চর্চা নেই। একজন দল ও দেশকে ভোগ দখল করছে পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে, অন্যজন স্বামীর মনে করে। তাদের হাজারো ব্যর্থতা ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও রাজতন্ত্রের মতো আঁকড়ে ধরে আছে পার্টি প্রধানের পদটি। দখল করে রাখতে চায় প্রধানমন্ত্রীর পদটিও। আমৃত্যু তারা বহাল থাকবে পার্টি প্রধানের পদে। মৃত্যুর পর রাজতন্ত্রের মতোই ক্ষমতা হস্তান্তর হবে পরিবারের কারো কাছে। পার্টির ব্যর্থতা ও ত্রুটির সমালোচনা করলে তাকে বহিষ্কৃত হতে হয় পার্টি থেকে। মাঝে মাঝে পৃথিবী থেকেও। আর যে পার্টিই ক্ষমতায় আসে তারা পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে তাদের বেতনভোগী লাঠিয়াল হিসেবে। পুলিশরাও জানে তারা পুলিশ নয়, লাঠিয়াল। তাই কোনো লাঠিয়াল যদি সাধারণ মানুষকে মারে, ধর্ষণ করে অথবা লুণ্ঠন করে তাহলে তাদের সর্দাররা খুশি হয়, গর্ববোধ করে। এ কারণেই তারা পুরস্কৃত হয়, প্রমোশন পায়। কলমটেপা সাংবাদিকদের লেখায় ওদের কিছু এসে যায় না। ওরা বুলেট এবং লাঠির বেপারী। কালির বেপারীদের খবর ওদের জানার অধিকার কোথায়?

বাংলাদেশ যদি গণতান্ত্রিক হতো, দেশের রাজনীতিবিদরা যদি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতো তাহলে জামালের মৃত্যুর পরপরই কোনো একজন সাংসদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র জমা হতো সংসদে এ নিয়ে বিশেষ অধিবেশন বসানোর জন্যে। বিতর্কের আয়োজন হতো ঘটনার মূল কারণ খুঁজে বের করা ও তা বন্ধের উপায় নিয়ে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে হতো সংসদে, বেতারে ও টেলিভিশনে। সিদ্ধান্ত হতে পারতো তদন্ত কমিটি গঠনের। কমিটির নিরপেক্ষতার জন্যে তিনদলের তিনজন সাংসদকে পাঠানো যেত ঘটনাস্থলে। সরকার উদ্যোগ না নিলেও বিরোধী দলরা নিজ দায়িত্বে করতে পারতো এবং জনগণের কাছে তা তুলে ধরতে পারতো, প্রতিকারের জন্য সরকারের প্রতি দাবি করতে পারতো। কিন্তু না, এ সবের কিছুই হয়নি দেশে। কেননা রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্রের দায়বদ্ধতাকে হয় জানে না, না হয় মানে না। গণতন্ত্রের অর্থ বাক স্বাধীনতা, সত্য কথা বলার অধিকার— গলাবাজি নয়। গণতন্ত্রের অর্থ সহনশীলতা— লাঠিবাজি নয়। গণতন্ত্রের অর্থ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া— সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয়া নয়। গণতন্ত্রের অর্থ জবাবদিহিতা— মিথ্যা কথা বলা নয়। সংসদের ৩০০ ছাগলের একটা ক্ষুদ্র অংশও যদি এ কথাগুলো বুঝতো তাহলে দেশের সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকাংশে কমে যেত, সুবাতাস বইতো ভালো কিছুর। সাংবাদিকদের কলম তখন খুঁজে ফিরতো অন্য কিছুর। হয়তো সাহসী ও বীরত্বগাথা কাহিনী যা পড়ে মানুষকে কষ্ট পেতে হতো না দিনের পর দিন। বরং সুখ অনুভব করতো হৃদয়ে।

আ. নাছির, মাইনটাল-জার্মানি

দেশে ও বিদেশে গ্রাহক হার

দেশের নাম	এক বছর	ছয় মাস
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৪৮০০/- টাকা ৯৩ মার্কিন ডলার	২৫০০/- টাকা ৫০ মার্কিন ডলার
লিবিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, গ্রেটব্রিটেন, গ্রীস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, কেনিয়া।	৪০০০ টাকা ৭৭ মার্কিন ডলার	২১০০ টাকা ৪২ মার্কিন ডলার
ইরাক, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, ওমান, ফিলিপাইন, কাতার, ব্রুনেই, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর।	৩৩০০/- টাকা ৬৪ মার্কিন ডলার	১৭০০/- টাকা ৩৫ মার্কিন ডলার
ভারত, ভূটান, নেপাল ও পাকিস্তান	১৮০০/- টাকা ৩৭ মার্কিন ডলার	১০০০/- টাকা ২২ মার্কিন ডলার
রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য)	৮০০/- টাকা ১৮ মার্কিন ডলার	৪৫০/- টাকা ১২ মার্কিন ডলার

গ্রাহক হার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে ঢাকার যে কোন ব্যাংকের ওপর পাঠাতে হবে। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। চেক গৃহীত হয় না। নিজে গ্রাহক হতে পারেন। যে কোন জায়গা থেকে প্রিয়জনকে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন উপহার হিসেবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
Circulation Manager, Shaptahik 2000, 96/97 New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9349459, PABX: 9350951-3